দৈনিক জনকণ্ঠ

1

তারিখ OCT. 13 1999
পৃঃ ৩ কলাম ৩

শিক্ষাবর্ষ থেকেই দু'টি প্রযুক্তি ভার্সিটিতে ...ডেমিক কার্যক্রম

...স খান

কম্পিউটার সায়েন্সসহ যুগোপযোগী অত্যাধুনিক বিষয় নিয়ে আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে দিনাজপুরের হাজী দানেশ এবং পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হচ্ছে। উল্লিখিত দু'টিসহ সরকার প্রস্তাবিত ১২টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আইনের খসড়া ও কারিকুলাম গত ২৬ সেপ্টেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আইন পাস হলেই একাডেমিক কার্যক্রম শুরুর উদ্যোগ নেয়া যাবে। সেক্ষেত্রে অবকাঠামোগত সুবিধা থাকায় হাজী দানেশ ও পটুয়াখালী বিশ্ববিদ্যালয়ই অগ্রাধিকার পাবে। উল্লেখ্য, সরকার প্রস্তাবিত ১২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে প্রথম পর্যায়ে ৬টি আগামী ২০০২ সালের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করা হবে। ২০০২ সাল থেকে ২০০৭ সালের মধ্যে দ্বিতীয় পর্যায়ে স্থাপন করা হবে আরও ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়। প্রথম পর্যায়ে ছ'টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রকল্প পরিচালক বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য অধ্যাপক মেসবাহ উদ্দিন আহমদ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য আইন করতে হয়।

কারিকুলাম কমিটি গত ২৬ সেপ্টেম্বর আইনের খসড়া তৈরি করে শিক্ষামন্ত্রণালয়ে জমা দিয়েছে। এখানে প্রয়োজনে পরিবর্তন কিংবা পরিবর্ধন করে কেবিনেট বৈঠকে পাঠান হবে। কেবিনেটে পাস হলে যাবে সংসদে। শিক্ষাবিষয়ক সংসদীয় কমিটির পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে সংসদে উত্থাপন করে পাস হলেই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা যাবে। এটা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।

প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আপাতত কম্পিউটার সায়েন্স থাকছে না–এ ধরনের রটনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক মেসবাহউদ্দিন বলেন, এটা নিছক গুজব, কম্পিউটার সায়েন্স ছাড়া কি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় হতে পারে? তিনি বলেন, তবে কম্পিউটার সায়েন্সসহ আধুনিক বিষয়গুলো চালু করতে আমাদের একটু সময় লাগবে। কেননা বাংলাদেশে উল্লিখিত বিষয়ে দক্ষ শিক্ষক পাওয়া এখনও বেশ কঠিন। দেশের যে সব জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় নেই, সে সব জেলায় সরকার উল্লিখিত নতুন ১২টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রথম দফার বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হচ্ছে রংপুর, দিনাজপুর, টাঙ্গাইল, গোপালগঞ্জ, পটুয়াখালী ও রাঙ্গামাটি জেলায়। দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে পাবনা, বগুড়া, নোয়াখালী, যশোর, কুমিল্লা ও বরিশাল। প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার পাশাপাশি সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ও বিদ্যার্থীদের শিক্ষাদান করা হবে। প্রাথমিকভাবে চালু করা হবে পাঁচটি করে অনুষদ, এগুলো হচ্ছে স্কুল অব ফিজিক্যাল সায়েন্স, স্কুল অব লাইফ সায়েন্স, স্কুল অব এগ্রিকালচার এ্যান্ড মিনারেল সায়েন্স, স্কুল অব সোশ্যাল সায়েন্স ও স্কুল অব এ্যাপ্লায়েড সায়েন্স এ্যান্ড টেকনোলজি। প্রাথমিকভাবে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন শ' করে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও বাড়বে। প্রথম দফার ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে দু'টির ভিত্তিপ্রস্তর ইতোমধ্যে স্থাপন করা হয়েছে। এ দু'টি হচ্ছে রংপুর ও দিনাজপুরে। ১২ অক্টোবর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয় টাঙ্গাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের।

রংপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হচ্ছে উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কারমাইকেল কলেজের পাশেই। কারমাইকেল কলেজের মোট জায়গার পরিমাণ ২৭০ দশমিক ৩৭ একর। এর মধ্যে এই কলেজেরই ৭৫ একর অব্যবহৃত জমি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ইতোমধ্যেই হস্তান্তর করা হয়েছে। টাঙ্গাইলের সন্তোষে মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী প্রতিষ্ঠিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে রূপান্তর ঘটানো হবে। এখানে জমি রয়েছে ১০৭ দশমিক ৯১ একর। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম হবে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। গোপালগঞ্জে ঢাকা-পিরোজপুর মহাসড়কের পাশে গোবরা মৌজায় প্রয়োজনীয় জমি সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তবে জমি নিচু। প্রয়োজনীয় উন্নয়ন করে এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হবে। তবে আসন্ন শীত মৌসুমে তা সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

দিনাজপুরে হাজী দানেশ কলেজ এবং পটুয়াখালী কৃষি কলেজকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা হবে। হাজী দানেশ কৃষি কলেজে জায়গার পরিমাণ ৫০ একর। পটুয়াখালী কৃষি কলেজে রয়েছে ৭১ দশমিক ৯৬ একর। রাঙামাটি জেলা সদরে যে বিশ্ববিদ্যালয়টি হবে তার জন্য জাগা দেখা হচ্ছে।